১৫/০৯/২৫ ইং তারিখের মধ্যে
নথিতে দিন / আলাপ করুন।
জেলা শিক্ষা অফিসার
বগুড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৮.৩২.০০২.২১-৬৭ -বিশেষ তারিখ: ১১/০৯/২০২৫খ্রি.

বিষয়: আসন্ন "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" সফল করার জন্য নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর স্মারক নং- স্বাঃঅধিঃইপিআই/আইসি এন্ড বিসিসি/টিসিভি/২০২৫/১৩৫৪, তারিখ: ১৭/০৮/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) ১৯৭৯ সাল থেকে দেশব্যাপী শিশু, কিশোরী এবং সন্তান ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সারাদেশে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫ হতে টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে মাসব্যাপী সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ শুরু হতে যাচ্ছে যা শিশুদের টাইফয়েড সংক্রমনজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুহার বহুলাংশে হ্রাস করবে। ক্যাম্পেইন চলাকালে প্রায় ৫ কোটি শিশুর প্রত্যেককে নিরাপদ ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত টিকাদান কার্যক্রম চলাকালে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক হতে ৯ম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ০৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুদের বিদ্যমান ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে এই টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে।

এমতাবস্থায়, আগামী ১২ অক্টোবর, ২০২৫ হতে টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে মাসব্যাপী সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ সার্বিকভাবে সফল করতে তাঁর আওতাধীন উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রধান শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(ক) উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ প্রধান শিক্ষকদেরকে এই টিকাদান কার্যক্রমটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা করার নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের নিমিত্তে জেলা শিক্ষা অফিস ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের ফেসবুক পেইজে পত্রটি এবং পত্রের সাথে সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করবেন;

(খ) সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ নিজ নিজ ক্লাস্টারের বিদ্যালয়সমূহে কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবেন;

(গ) জেলা/উপজেলা/থানার সকল কর্মকর্তাকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে উক্ত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) শিক্ষকগণ যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন সেদিকে প্রধান শিক্ষকগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের সকল সহকারী শিক্ষকগণকে এ কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করতে হবে;

(ঙ) "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, টিকা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ, টিকাদান কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রোভার স্কাউট/শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করা এবং অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

(চ) রেজিস্ট্রেশন ফরমের তথ্যাদি সঠিক কিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তা তদারকি করবেন;

(ছ) "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সহকারী পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা) জনাব মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

সংযুক্তি: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পত্রের ছায়ালিপি ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা।

১১.০৯.২৫

(প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল)
পরিচালক (মাধ্যমিক)
ফোন নং- ০২-৪১০৫০২৮৫

জেলা শিক্ষা অফিসার
(সকল জেলা)

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০২. লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা / চট্টগ্রাম / সিলেট / কুমিল্লা / রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর অঞ্চল।
০৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাউশি, ঢাকা (মাউশি'র ওয়েব সাইট এবং ফেসবুক পেইজে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/ চট্টগ্রাম / সিলেট / কুমিল্লা / রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর অঞ্চল।
০৬. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
০৭. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় / মাধ্যমিক বিদ্যালয় / স্কুল এন্ড কলেজ।
০৮. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৯. সংরক্ষণ নথি।

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল
www.dshe.rajshahidiv.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.০০০.১০২.৯৯.০০০৫.২৪.৫৭

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

আসন্ন "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" সফল করণে সংযুক্ত পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো

১৬-০৯-২০২৫
প্রফেসর মোহ. আছাদুজ্জামান
পরিচালক

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। আঞ্চলিক উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বিদ্যালয় ও পরিদর্শন শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
২। জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল), রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
৩। অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা (সকল), সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়/মাধ্যমিক বিদ্যালয়/স্কুল এন্ড কলেজ, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
৪। উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল), রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।

স্মারক নম্বর: ৩৭.০২.০০০০.০০০.১০২.৯৯.০০০৫.২৪.৫৭/১ (৫)

তারিখ: ১ আশ্বিন ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
১। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর , মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
২। মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।
৩। পরিচালক , মাধ্যমিক উইং, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
৪। সহকারী পরিচালক, বিশেষ শিক্ষা শাখা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
৫। সংরক্ষণ নথি, ।

১৬-০৯-২০২৫
প্রফেসর মোহ. আছাদুজ্জামান
পরিচালক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা শিক্ষা অফিসারের কার্যালয়, বগুড়া।

স্মারক নং-৩৭.০২.১০০০.০০০.১৮.০০১.২৫/১৮০৭;

তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৫

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):
০১. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০২. পরিচালক(মাধ্যমিক), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৩. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
০৪. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, রাজশাহী অঞ্চল, রাজশাহী।
০৫. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, (সকল), বগুড়া। (উপরোক্ত পত্রের নির্দেশনা মোতাবেক তাঁর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ নিশ্চিতকরণ ও পত্রের মর্মানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
০৬. অফিস কপি।

(মোঃ রমজান আলী আকন্দ)
জেলা শিক্ষা অফিসার
বগুড়া।

CamScanner

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।
www.dshe.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০২.০০০০.১০৮.৩২.০০২.২১- ৬৭ -বিশেষ তারিখ: ১১/০৯/২০২৫খ্রি.

বিষয়: আসন্ন "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" সফল করার জন্য নির্দেশনা প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা এর স্মারক নং- স্বাঃঅধিঃইপিআই/আইসি এন্ড বিসিসি/টিসিভি/২০২৫/১৩৫৪, তারিখ: ১৭/০৮/২০২৫খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর অধীন সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) ১৯৭৯ সাল থেকে দেশব্যাপী শিশু, কিশোরী এবং সন্তান ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন নারীদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের হার কমিয়ে আনার লক্ষ্যে সারাদেশে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫ হতে টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে মাসব্যাপী সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ শুরু হতে যাচ্ছে যা শিশুদের টাইফয়েড সংক্রমনজনিত অসুস্থতা ও মৃত্যুহার বহুলাংশে হ্রাস করবে। ক্যাম্পেইন চলাকালে প্রায় ৫ কোটি শিশুর প্রত্যেককে নিরাপদ ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, উক্ত টিকাদান কার্যক্রম চলাকালে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক হতে ৯ম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ০৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুদের বিদ্যমান ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রে এই টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে।

এমতাবস্থায়, আগামী ১২ অক্টোবর, ২০২৫ হতে টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে মাসব্যাপী সারাদেশে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫ সার্বিকভাবে সফল করতে তাঁর আওতাধীন উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার এবং প্রধান শিক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রতিপালন করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো:

(ক) উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ প্রধান শিক্ষকদেরকে এই টিকাদান কার্যক্রমটি সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সহযোগিতা করার নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারের নিমিত্তে জেলা শিক্ষা অফিস ও মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের ফেসবুক পেইজে পত্রটি এবং পত্রের সাথে সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র আপলোড করবেন;

(খ) সহকারী উপজেলা/সহকারী থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসারগণ নিজ নিজ ক্লাস্টারের বিদ্যালয়সমূহে কার্যক্রমটি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের বিষয়টি নিবিড়ভাবে তত্ত্বাবধান করবেন;

(গ) জেলা/উপজেলা/থানার সকল কর্মকর্তাকে দৈবচয়নের ভিত্তিতে বিদ্যালয়সমূহে উক্ত কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করতে হবে;

(ঘ) শিক্ষকগণ যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন সেদিকে প্রধান শিক্ষকগণকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদ্যালয়ের সকল সহকারী শিক্ষকগণকে এ কর্মসূচীতে সম্পৃক্ত করতে হবে;

(ঙ) "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশন, টিকা গ্রহণ নিশ্চিতকরণ, টিকাদান কেন্দ্রে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে রোভার স্কাউট/শিক্ষার্থীদের নিয়োজিত করা এবং অভিভাবকগণকে উদ্বুদ্ধকরণের বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।

(চ) রেজিস্ট্রেশন ফরমের তথ্যাদি সঠিক কিনা দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তা তদারকি করবেন;

(ছ) "টাইফয়েড টিকাদান কার্যক্রম-২০২৫" কার্যক্রম বাস্তবায়নে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সহকারী পরিচালক (বিশেষ শিক্ষা) জনাব মোঃ খালেদ সাইফুল্লাহ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

সংযুক্তি: স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পত্রের ছায়ালিপি ও সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা।

11.09.25

(প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল)
পরিচালক (মাধ্যমিক)
ফোন নং- ০২-৪১০৫০২৮৫

জেলা শিক্ষা অফিসার
(সকল জেলা)

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০২. লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
০৩. পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা / চট্টগ্রাম / সিলেট / কুমিল্লা / রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর অঞ্চল।
০৪. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, ইএমআইএস সেল, মাউশি, ঢাকা (মাউশি'র ওয়েব সাইট এবং ফেসবুক পেইজে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৫. উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, ঢাকা/ চট্টগ্রাম / সিলেট / কুমিল্লা / রাজশাহী / খুলনা / বরিশাল / ময়মনসিংহ / রংপুর অঞ্চল।
০৬. উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার (সকল)।
০৭. অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, সকল সরকারি ও বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় / মাধ্যমিক বিদ্যালয় / স্কুল এন্ড কলেজ।
০৮. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর বাংলাদেশ, ঢাকা।
০৯. সংরক্ষণ নথি।

শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা

৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল ছাত্র ছাত্রীরা www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে। যে সকল ছাত্র ছাত্রী প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত কিন্তু বয়স ১৫ বছরের বেশি এবং ১৭ সংখ্যার ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধন সনদ আছে তারাও ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা পাবে। এজন্য সেই ছাত্র ছাত্রীদের জন্য নিবন্ধন সনদের শুধু ১৭ সংখ্যা vaxepi@mis.dghs.gov.bd মেইলে স্কুল ই- মেইল থেকে পাঠাতে হবে অথবা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদানকর্মীর নিকট জন্ম নিবন্ধনের ১৭ সংখ্যা প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সহকারী বা টিকাদানকর্মী সেই জন্ম নিবন্ধনের ১৭ সংখ্যার তালিকা MIS বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করবে। MIS / যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে MIS/ যথাযথ কর্তৃপক্ষ/ স্বাস্থ্য সহকারী/ টিকাদান কর্মী দ্রুততার সাথে তা শিক্ষকদের জানিয়ে দেবে এবং উক্ত শিক্ষার্থীরা তখন www.vaxepi.gov.bd সাইটে টাইফয়েড টিকার নিবন্ধন এবং কার্ড ডাউনলোড করে টিকা নিতে পারবে।

16.9.25

https://vaxepi.gov.bd/ তে রেজিস্ট্রেশন করার সময় যে সকল **ছাত্র/ ছাত্রীরা প্রাক প্রাথমিক-৯ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত কিন্তু বয়স ১৫ বছরের উপরে** হওয়ার কারণে টিসিভি রেজিস্ট্রেশন করে কার্ড ডাউনলোড করতে পারছে না, **শুধু সে সকল ছাত্র/ছাত্রীদের তথ্যাদি** নিম্ন প্রদত্ত ছকে **মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (Microsoft word, doc, docx)** ফাইল এ পূরণ করে ই-মেইল অ্যাড্রেস- **vaxepi@mis.dghs.gov.bd** এ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, তালিকা তে প্রাপ্ত জন্মনিবন্ধন নম্বর শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সাপেক্ষে টিসিভি এর রেজিস্ট্রেশন উপযোগী বিবেচনার জন্য ব্যবহার করা হবে । প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে https://vaxepi.gov.bd/ নিবন্ধন নিজে করতে হবে।

Word File Link: https://cutt.ly/vaxepiword

সফটকপি ফাইল পাঠানোর জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১। প্রেরণকৃত ফাইল সম্পূর্ণ ইংরেজিতে হতে হবে। অন্যথায় বাংলায় পূরণকৃত ফাইল গ্রহণ যোগ্য হবে না।

২। জন্মনিবন্ধন নাম্বার ১৭ সংখ্যার অনলাইন ডিজিটাল সার্টিফিকেটের হতে হবে (BDRIS ভেরিফাই যোগ্য হতে হবে)।(BDRIS Verify Link : https://everify.bdris.gov.bd/)

৩। উদ্দিষ্ট গ্রুপের নির্দিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের তালিকা যেমন স্কুল, স্কুল এবং কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল অ্যাড্রেস থেকে আসা বাঞ্ছনীয়।

৪। প্রেরিত ফাইল অবশ্যই Microsoft word, doc, docx **এ হতে হবে** (আটাচমেন্ট আকারে পাঠাতে হবে, ই-মেইল এর বডি তে নয়) ।কোন প্রকার মাইক্রোসফট এক্সেল, স্ক্যানকপি, নোট প্যাড, পিডিএফ ইত্যাদি গ্রহণ যোগ্য নয়।

৫। প্রেরিত ফাইল অবশ্যই ছক অনুযায়ী হতে হবে অন্যথায় ফাইল গ্রহণযোগ্য হবে না।

16.9.25

S/L	Birth Registration Number (17-digit)	Full Name	Division Name of the Institution	District/ CC Name (Institution)	Thana/ Upazila Name (Institution)	Union/ CC Zone Name (Institution)	Class of the student (1-9)	Name of the Institution	EIIN of the institution (If Any) – 6 Digit

Name of the Institution:

Name of the Institution Head:

Contact Number:

Institute Email Address:

Date:

16.9.25

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন - ২০২৫

টাইফয়েড জ্বর
প্রতিরোধে
টিকা
নেবো দল বেঁধে

টাইফয়েড জ্বর থেকে আপনার শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে সরকারের ইপিআই কর্মসূচির আওতায় দেশব্যাপী আগামী ১২ অক্টোবর ২০২৫ থেকে টিকাদান ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দের জন্য প্রণীত

ভূমিকা

টাইফয়েড জ্বর (Typhoid Fever) একটি প্রতিরোধযোগ্য সংক্রামক রোগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৯ সালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ৯০ লক্ষ মানুষ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং এর মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ১০ হাজার জন মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য, আক্রান্ত ও মৃত্যুবরণকারীদের অধিকাংশই দক্ষিণ এশিয়া এবং সাব-সাহারান আফ্রিকায় বসবাসকারী মানুষ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কম হলেও বাংলাদেশ-সহ অনেক উন্নয়নশীল দেশে অন্যতম জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে।

বাংলাদেশে টাইফয়েড জ্বর

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্তের হার বাংলাদেশে অনেক বেশি। The Global Burden of Disease-এর সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৪,৭৮,০০০ জন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং ৮,০০০ জন মৃত্যুবরণ করে; যার মধ্যে ৬৮ শতাংশই শিশু।

টাইফয়েড জ্বর ও এর প্রভাব

টাইফয়েড জ্বর স্যালমোনেলা টাইফি (S. Typhi) নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি সংক্রামক রোগ। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হলে আর্থিক ক্ষতি, দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। আরও আশংকার বিষয় হলো টাইফয়েড রোগীর চিকিৎসায় যে সকল এন্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়, তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ টাইফয়েড জ্বর নিরাময়ে কাজ করছে না। অর্থাৎ টাইফয়েড জীবাণু সে সকল এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে, ফলে ঔষধ প্রতিরোধী টাইফয়েড জ্বরের প্রকোপ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। টাইফয়েড টিকা এই মারাত্মক ঔষধ প্রতিরোধী টাইফয়েড জ্বরের বিস্তার রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

টাইফয়েড জ্বর কীভাবে ছড়ায়?

টাইফয়েড প্রধানত আক্রান্ত ব্যক্তির মলের সংস্পর্শে আসা দূষিত পানি বা খাবারের মাধ্যমে বিস্তার ঘটে এবং অন্যান্যদের মাঝে সংক্রমণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জীবাণু একমাত্র মানুষের দেহেই অবস্থান করে এবং ২টি চক্রে বিস্তার লাভ করতে পারে:

সংক্ষিপ্ত চক্র (Short-cycle)

- দূষিত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে
- দূষিত পানি পানের মাধ্যমে এবং
- স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থার অভাব থাকলে

দীর্ঘ চক্র (Long-cycle)

- পরিবেশের দূষণ, যেমন: নর্দমার দূষিত পানি
- অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে পাইপলাইনের পানি পরিশোধন করলে
- পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ না করলে ল্যাব স্টাফরা সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে
- মানব মল অথবা অপরিশোধিত নর্দমার বর্জ্যকে কৃষিক্ষেতে সার হিসেবে ব্যবহার করলে

টাইফয়েড জীবাণুর সুপ্তকাল

সাধারণত জীবাণু প্রবেশের পর গড়ে ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে টাইফয়েড জ্বর হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি ৩ দিন থেকে ২ মাস পর্যন্ত হতে পারে।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী

- ঘনবসতিপূর্ণ জনগোষ্ঠী, বস্তি বা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী
- রোগ প্রাদুর্ভাব এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী
- মহামারিতে আক্রান্ত এলাকায় ভ্রমণকারী
- নিরাপদ পানি এবং স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের অভাব রয়েছে, এমন এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী এবং
- অনিরাপদ উপায়ে বা স্বাস্থ্যবিধি না মেনে খাবার প্রস্তুত বা পরিবেশনকারী

টাইফয়েড জ্বরের লক্ষণসমূহ

- মৃদু জ্বর থেকে দীর্ঘস্থায়ী উচ্চ মাত্রার জ্বর (১০৩-১০৪ ডিগ্রি ফারেনহাইট)
- ক্লান্তি, মাথা ব্যথা, কাঁপুনি, ক্ষুধামন্দা, ও কাশি
- শরীর ব্যথা, পেট ব্যথা (কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া থাকতে পারে বা না-ও থাকতে পারে), বমি বমি ভাব বা বমি
- অসুখের দ্বিতীয় সপ্তাহে যকৃৎ এবং প্লীহা বড় হয়ে যেতে পারে (Hepato-splenomegaly)
- কিছু রোগীর ক্ষেত্রে র‍্যাশ বা শরীরে লালচে দানা থাকতে পারে

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫

টাইফয়েড টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা সুপারিশকৃত এবং নিরাপদ ও কার্যকর। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে ইপিআই-এর ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে এই টিকা প্রদান করা হবে।

টিকাদান ক্যাম্পেইন-এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৯ম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রী
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত কমিউনিটির ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল শিশু

কখন টিকা দেওয়া যাবে না

- জ্বর (১০০ ডিগ্রি ফারেনহাইট-এর বেশি) হলে
- পূর্বে কোন টিকা দেওয়ার পর এলার্জির ইতিহাস থাকলে
- টিকা গ্রহণের দিন অসুস্থ থাকলে
- গর্ভবতী/দুগ্ধদানকারী মা হলে

টিকার জন্য রেজিস্ট্রেশন

টিকাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষকগণ উদ্দিষ্ট সকল ছাত্র-ছাত্রীকে https://vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে জন্ম নিবন্ধন সনদের ১৭ সংখ্যা দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করবেন। পরবর্তীতে ঐ একই ওয়েবসাইট থেকে টাইফয়েড টিকাদান কার্ড ডাউনলোড করে টিকাদানের দিন নিয়ে আসতে বলবেন। উল্লেখ্য, টিকার প্রাপ্যতা অনুযায়ী যাদের ১৭ সংখ্যার জন্ম নিবন্ধন নেই অথবা যে সকল শিক্ষার্থী ৮ম/৯ম শ্রেণিতে পড়ে কিন্তু বয়স ১৫ বছরের বেশি, তাদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্য সহকারী/টিকাদানকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে বলবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কেন্দ্র

মাঠকর্মী/টিকাদানকর্মী/তদারককারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের/মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষকবৃন্দের অনুমতি সাপেক্ষে টিকাদানের তারিখ নির্ধারণ করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক কেন্দ্রে টিকা প্রদান করা হবে। নির্ধারিত তারিখে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে টিকাদান কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য শিক্ষকবৃন্দ সহযোগিতা করবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে একসাথে টিকা না দিয়ে শ্রেণি-ভিত্তিক টিকাদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সাথে মত বিনিময় করে টিকা-বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করে সকলের সার্বিক সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাদ পড়া ছাত্র-ছাত্রী ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত কমিউনিটির নিকটবর্তী যে কোন স্থায়ী (জেলা হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিটি কর্পোরেশন ক্লিনিক/হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি) বা অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র (বিভিন্ন ওয়ার্ডের টিকাদান কেন্দ্র) থেকে টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের কাছে প্রত্যাশা

- সংশ্লিষ্ট উপজেলা/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক আয়োজিত ওরিয়েন্টেশন সভায় শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করবেন।
- শিক্ষকগণ ওরিয়েন্টেশন সভা হতে ফিরে গিয়ে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের টাইফয়েড জ্বর এবং টিকা বিষয়ে আলোচনা করবেন এবং উদ্দিষ্ট ছাত্র-ছাত্রীদের টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবেন।
- অনলাইন রেজিস্ট্রেশন-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবেন এবং রেজিস্ট্রেশন করতে সহায়তা প্রদান করবেন।
- অভিভাবকগণের জন্য সভা আহবান করবেন এবং টাইফয়েড টিকার গুরুত্ব এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করবেন।

- ছাত্র-ছাত্রীদের টিকা গ্রহণের দিন, তারিখ ও সময় পূর্ব হতেই এসেম্বলি/ক্লাসে জানিয়ে দিবেন।
- টিকা গ্রহণের দিন এসেম্বলি/পিটি-প্যারেড না করানোই ভাল।
- সকল ছাত্র-ছাত্রীকে টিকা গ্রহণের দিন সকালের নাস্তা খেয়ে আসতে বলবেন অর্থাৎ খালি পেটে টিকা গ্রহণ করা যাবে না।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কেন্দ্র স্থাপনে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীকে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করবেন।
- টিকা বিষয়ে কারও কোন জিজ্ঞাসা থাকলে মাঠকর্মী/টিকাদানকর্মী/চিকিৎসকগণের সহযোগীতায় আলোচনার মাধ্যমে তার উত্তর দিবেন।
- টিকা গ্রহণের পর অভিভাবক/ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনে টিকার কার্ডটি সংরক্ষণের পরামর্শ দিবেন।
- টাইফয়েড টিকা অত্যন্ত নিরাপদ। টিকা গ্রহণের পর অন্যান্য টিকার মতই সামান্য প্রতিক্রিয়া, যেমন: টিকাদানের স্থানে লালচে হওয়া, সামান্য ব্যথা, মৃদু জ্বর, ক্লান্তি ভাব ইত্যাদি হতে পারে, যা এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকর্মীকে অবহিত করবেন অথবা নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।

টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে
টিকা
নেবো দল বেঁধে

৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল শিশু
এবং প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের
বিনামূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েডের টিকা দিন

এই টিকা পেতে আজই জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে

www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করুন

VaxEPI
GET IT ON Google Play
APPS ডাউনলোড করুন

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh
Gavi The Vaccine Alliance
unicef সকল শিশুর জন্য

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন - ২০২৫

সরকারের উদ্যোগে ইপিআই কর্মসূচির আওতায় টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০২৫-এ:

- ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি সকল শিশু;
- প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে

টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে
টিকা
নেবো দল বেঁধে

আপনি জানেন কি?

বাংলাদেশে সংক্রমণজনিত রোগের মধ্যে টাইফয়েড জ্বর অন্যতম। টাইফয়েড জ্বর "স্যালমোনেলা টাইফি" নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ।

খাওয়ার আগে এবং টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে সঠিক নিয়মে হাত না ধুলে, দূষিত পানি ও খাবার খেলে এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা থাকে।

The Global Burden of Disease study-এর তথ্য অনুযায়ী ২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রায় ৮০০০ মানুষ টাইফয়েড জ্বরে মৃত্যুবরণ করে, যার মধ্যে ৬৮ শতাংশই শিশু। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হলে আর্থিক ক্ষতি, দীর্ঘমেয়াদি শারীরিক জটিলতা, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।

টাইফয়েড টিকা (টিসিভি) টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে কার্যকর ও নিরাপদ। পাকিস্তান, নেপাল ও বিভিন্ন দেশে লক্ষ লক্ষ শিশু এই টিকা গ্রহণ করছে।

টিকা গ্রহণের পূর্বে ও পরে করণীয়:

- টিকা গ্রহণের পূর্বে সকালের নাস্তা খেয়ে আসতে হবে, অর্থাৎ খালি পেটে টিকা নেওয়া যাবে না
- টিকা গ্রহণের পর অন্তত ৩০ মিনিট টিকাদান কেন্দ্রে বসে থাকতে হবে
- মনে রাখবেন, এই টিকা নতুন হলেও অন্যান্য টিকার মতই সামান্য প্রতিক্রিয়া, যেমন- টিকা দেওয়ার স্থানে চামড়া লাল হওয়া, যাওয়া, সামান্য ব্যথা, অল্প জ্বর, মাথা ব্যথা, ক্লান্তি ভাব, এবং মাংসপেশিতে ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে, যেগুলি এমনিতেই ভাল হয়ে যায়

এই টিকা পেতে আজই জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে

www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করুন

VaxEPI
GET IT ON Google Play
APPS ডাউনলোড করুন

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

World Health Organization Bangladesh | Gavi The Vaccine Alliance | unicef সকল শিশুর জন্য

টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন - ২০২৫

টাইফয়েড টিকা প্রদান সম্পর্কিত

সচরাচর জিজ্ঞাসা?

১। টাইফয়েড জ্বর কী? কীভাবে এই রোগ ছড়ায়?

উত্তর: বাংলাদেশে সংক্রমণজনিত রোগের অন্যতম প্রধান কারণ টাইফয়েড। টাইফয়েড জ্বর "স্যালমোনেলা টাইফি" নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সৃষ্ট একটি রোগ। মূলত দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে এই রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে।

২। টাইফয়েড প্রতিরোধে টিসিভি (Typhoid Conjugate Vaccine) টিকা কি কার্যকর ও নিরাপদ?

উত্তর: হ্যাঁ, টিসিভি খুবই নিরাপদ ও কার্যকরী। সারা বিশ্বব্যাপী এই টিকা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই শিশুরা গ্রহণ করছে। পাকিস্তান, নেপাল ও বিভিন্ন দেশে এই টিকা প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশে ব্যবহৃত টিসিভি টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক যাচাইকৃত (Prequalified)। টিসিভি টিকা দেওয়ার পর সামান্য প্রতিক্রিয়া, যেমন: টিকা দেওয়ার স্থানে চামড়া লাল হওয়া, ফুলে যাওয়া, সামান্য ব্যথা, অল্প জ্বর, মাথা ব্যাথা, ক্লান্তি ভাব, এবং মাংসপেশিতে ব্যথা ইত্যাদি দেখা দিতে পারে; যেগুলি এমনিতেই ভালো হয়ে যায়।

৩। ক্যাম্পেইনে টাইফয়েড টিকা কারা নিতে পারবেন?

উত্তর: টিকাদান ক্যাম্পেইন চলাকালে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত ০৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের বিদ্যমান ইপিআই স্থায়ী ও অস্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে এই টিকা প্রদান করা হবে।

৪। টাইফয়েড টিকা শরীরের কোথায় প্রদান করা হয়?

উত্তর: ০২ বছর এবং তার কম বয়সি শিশুদের ০.৫ এম.এল. পরিমাণ টিকা উরুর মধ্যভাগের বাইরের অংশের মাংসপেশিতে এবং ০২ বছরের অধিক বয়সিদের বাহুর উপরিভাগে বাইরের অংশে সমপরিমাণ ডোজ ডেল্টয়েড মাংসপেশিতে প্রদান করা হয়।

৫। শুধুমাত্র শিশুদের কেন টাইফয়েড টিকা দেওয়া হবে?

উত্তর: বাংলাদেশে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুরাই টাইফয়েড রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। টিসিভি ১ ডোজ টিকা এই বয়সে প্রদান করলে অধিক মাত্রায় রোগ প্রতিরোধ করে। সেজন্য এই ক্যাম্পেইনে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সের শিশুদের এই টিকা দেওয়া হবে। পরবর্তীতে শুধুমাত্র ৯ মাস বয়সি শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে এই টিকা দেওয়া হবে।

৬। ১৫ বছরের বেশি বয়সি কেউ কি এই টিকা গ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর: সরকারি উদ্যোগে এই ক্যাম্পেইনে শুধুমাত্র ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুদের ০১ ডোজ টিকা প্রদান করা হবে। ১৫ বছরের অধিক বয়সি যেকোন ব্যক্তি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিজ ব্যবস্থাপনায় এই টিকা গ্রহণ করতে পারবে।

৭। টিসিভি টিকা দিলে কি টাইফয়েড সংক্রমণ অথবা টাইফয়েড জ্বর হবে না?

উত্তর: সংক্রমণের পূর্বে এই টিকা গ্রহণ করলে পুনরায় টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায় এবং পরবর্তীতে টাইফয়েড জ্বর হলেও জটিলতা সৃষ্টি হয় না।

৮। একজন মা প্রশ্ন করলেন, আমার মেয়েকে এই টিকা দিলে বিয়ের পর সন্তান ধারণে কোন সমস্যা হবে কি?

উত্তর: টিসিভি টিকা অত্যন্ত নিরাপদ এবং কার্যকর। এই টিকা নারীর গর্ভকালীন জটিলতা, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস কিংবা সন্তান ধারণে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না বরং এই টিকা টাইফয়েড জ্বর হতে সুরক্ষিত রাখে।

৯। গর্ভবতী কিশোরী বা দুগ্ধদানকারী মা কি এই টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করতে পারবে?

উত্তর: না। গর্ভাবস্থায় বা দুগ্ধদানকারী মা-কে এই টিকা প্রদান করা যাবে না।

১০। টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় একজন রোগী এই টিকা গ্রহণ করতে পারবে কি?

উত্তরঃ না, টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত অবস্থায় এই টিকা গ্রহণ করা যাবে না। তবে জ্বর থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠার পর এই টিকা গ্রহণ করা যাবে।

১১। পূর্বে টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হলে পরবর্তীতে কি টিকা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, গ্রহণ করা যাবে।

১২। টাইফয়েড টিকা গ্রহণের সাথে অন্য টিকা গ্রহণের সম্পর্ক আছে কি?

উত্তরঃ টাইফয়েড টিকা গ্রহণের সময়, অর্থাৎ একইসাথে, পূর্বে কিংবা পরে অন্য যেকোন টিকা গ্রহণ করা যাবে।

১৩। পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলে এই ক্যাম্পেইনে কি পুনরায় এই টিকা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তরঃ ০৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুরা পূর্বে টাইফয়েড টিকা গ্রহণ করে থাকলেও ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে তাদের ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা অবশ্যই নিতে হবে।

১৪। টাইফয়েড ক্যাম্পেইন চলাকালীন নির্ধারিত এলাকার বাইরের কোন ছাত্র-ছাত্রী/শিশু যদি টিকা নিতে আসে, তবে তাকে টিকা দেওয়া যাবে কি?

উত্তরঃ হ্যাঁ, দেওয়া যাবে।

১৫। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত টিকাদান সেশনে কোন ছাত্র বা ছাত্রী অনুপস্থিত থাকলে সে কি আর টাইফয়েড টিকা নেওয়ার সুযোগ পাবে?

উত্তরঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট দিনে ছাত্র-ছাত্রী টাইফয়েড টিকা পাওয়া থেকে বাদ পড়লে ক্যাম্পেইন চলাকালীন যেকোনো নিয়মিত/স্থায়ী ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে।

১৬। কমিউনিটির নির্ধারিত টিকাদান সেশনে কোন শিশু টিকা নিতে পারেনি; তাহলে সে কি আর টাইফয়েড টিকা নেওয়ার সুযোগ পাবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, পাবে। ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ের মধ্যে যে কোনো ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে।

১৭। এই টিকা কি সরকারি উদ্যোগে প্রদান করা হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ। ১ ডোজ টাইফয়েড টিকা বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগে নির্ধারিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ইপিআই টিকাদান কেন্দ্রসমূহে বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।

১৮। টিকা গ্রহণের সময় হঠাৎ দেখা যায়- একইসাথে অনেক কিশোরী অসুস্থতা বোধ করে বা অজ্ঞান হয়ে যায়; অনেক ক্ষেত্রে তাদের হাসপাতালেও ভর্তি হতে হয়। এর কারণ কী? এটি কি ভয়ের কিছু?

উত্তরঃ না, আতঙ্কিত হওয়ার কোন কারণ নেই। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় একে Mass Psychogenic Illness বলে, যা মূলত টিকা প্রদানের পূর্বে বা পরে মানসিক ভীতিজনিত কারণে একটি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এর ফলে একজন কিশোরী অসুস্থ বোধ করলে অন্য অনেক কিশোরীও ভয় পেয়ে অসুস্থ বোধ করে, যা সম্পূর্ণ মানসিক কারণ; এর সাথে টিকাজনিত অসুস্থতার কোন সম্পর্ক নেই।

টাইফয়েড জ্বর প্রতিরোধে
টিকা
নেবো দল বেঁধে

এই টিকা পেতে আজই জন্ম নিবন্ধন সনদের তথ্য (১৭ ডিজিট) দিয়ে

www.vaxepi.gov.bd ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করুন

VaxEPI

GET IT ON Google Play

APPS ডাউনলোড করুন

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়